প্রাথমিকে উপবৃত্তি বিড়ম্বনার অবসান চাই

প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে ২০০২ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর থেকে উপবৃত্তি প্রকল্প চালু করা হয়। প্রথমে কার্ড সিস্টেমে উপবৃত্তি বিতরণ করা হত। তখন ব্যাংক কর্মকর্তারা ক্লাস্টারভিত্তিক কয়েকটি বিদ্যালয়ের অভিভাবকদের একত্র করে উপবৃত্তির টাকা বিতরণ করতেন। তখন কোনো বিড়ম্বনার সৃষ্টি হয়নি। বিগত ৮-১০ বছর থেকে অনলাইনে প্রাথমিকের উপবৃত্তি বিতরণের নিয়ম চালু করা হয়েছে। প্রাথমিকের উপবৃত্তি অনলাইনে বা মোবাইলে বিতরণ করার নিয়ম চালু করায় যে মারাত্মক সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে তা মুখে বলে, কলমে লিখে শেষ করা যাবে না।

শিক্ষার্থীদের জন্মনিবন্ধন সমস্যা, পিতামাতা-অভিভাবকদের এনআইডি সমস্যা, সার্ভার সমস্যা উপবৃত্তি বিতরণকে চরমভাবে বাধাগ্রস্ত করে। উপবৃত্তি সুবিধাভোগী শিক্ষার্থীদের নাম অনলাইনে পোস্টিং দিতে গিয়ে প্রধান শিক্ষককে অন্যান্য কাজ বাদ দিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা, দিনের পর দিন, রাতের পর রাত অতিবাহিত করতে হয়। তবুও কোনো কাজ হয় না। অত্যন্ত দুঃখজনক বাস্তব হলো, প্রাথমিকে উপবৃত্তির টাকা মাসে মাসে তো পাওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই।

উপজেলা শিক্ষা অফিসারের তদারকিতে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকদের মাধ্যমে সরাসরি অভিভাবকদের কাছে উপবৃত্তির টাকা বিতরণ করলে কতইনা উত্তম হতো ? এতে সব শিক্ষার্থীই অতি সহজে উপবৃত্তির টাকা পেয়ে যেতেন। প্রাথমিকে উপবৃত্তির সমস্যাগুলোর আশু সমাধানের লক্ষ্যে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকদের মাধ্যমে উপবৃত্তির টাকা বণ্টনের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে সনির্বন্ধ আবেদন জানাচ্ছি।

আব্দুল হান্নান তুরুকখলী